যায়যায়দিন

তারিখ 06 FEB 2007
পৃষ্ঠা কলাম

উত্তরপত্র মূল্যায়নের মানসিকতা পরিবর্তন নিয়ে সংশয়

অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে সব ইউনিভার্সিটিতে

পলাশ সরকার

ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এ বছর চালু হচ্ছে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি। নতুন এ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশিত হবে লেটার গ্রেডে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৮০ নাম্বরধারী পাবে এ প্লাস, পাস নাম্বার ৪০ এবং সর্বনিম্ন লেটার গ্রেড ডি নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ফল প্রকাশের পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের মানসিকতা পরিবর্তন হবে কি না এ নিয়ে সংশয় দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে। শিক্ষকরা এ ব্যাপারে একটি প্রস্তুতিমূলক ওয়ার্কশপ আয়োজনের কথা বলছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা একে স্বাগত জানিয়ে সিনিয়র শিক্ষকদের নতুন পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মার্কস দেয়ার কথা বলছেন। ইতিমধ্যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) সব ইউনিভার্সিটিতে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এ পদ্ধতি চালুর সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যাবে আগের ডিভিশন, ক্লাস কিংবা সনাতন পদ্ধতিতে রেজাল্ট প্রকাশ।

বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আগে সনাতন এবং নানা রকম গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হতো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে হতো। দেখা গেছে, একই নাম্বার পেয়ে এক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী পেতো এ প্লাস, অন্য ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী পেতো এ মাইনাস। বিশেষ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির প ১১ ক ৭

অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের নাম্বারের মধ্যে পার্থক্য দেখা যেতো। এ ধরনের সমস্যা দূরীকরণ এবং একটি অভিন্ন নীতিমালার আলোকে ফলাফল প্রকাশের জন্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। বিরাজমান এ পদ্ধতিগুলো আলোচনা-পর্যালোচনা করেই নতুন এ পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে ২০০৬ সালের ১৭ এপ্রিল ইউজিসি দেশের সবক'টি পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভিসিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করে। সবার সঙ্গে আলোচনা শেষে নয় স্তরের একটি অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এ পদ্ধতিতে ৮০ থেকে তদূর্ধ্ব এ প্লাস (জিপিএ-৪), ৭৫ থেকে ৮০ এ রেগুলার (জিপিএ-৩.৭৫), ৭০ থেকে ৭৫ এ মাইনাস (জিপিএ-৩.৫), ৬৫ থেকে ৭০ বি প্লাস (জিপিএ-৩.২৫), ৬০ থেকে ৬৫ বি রেগুলার (জিপিএ-৩.০), ৫০ থেকে ৬০ বি মাইনাস (জিপিএ-২.৭৫), ৫০ থেকে ৫৫ সি প্লাস (জিপিএ-২.৫), ৪৫ থেকে ৫০ সি ভেগুলার (জিপিএ-২.২৫), ৪০ থেকে ৪৫ ডি (সর্বনিম্ন জিপিএ-২.০) এবং ৪০-এর নিচে এফ গ্রেড ফেল।

আগে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ করা হতো সনাতন পদ্ধতিতে। অর্থাৎ কোনো শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে ৬০ বা তার অধিক নাম্বার পেলে সে ফার্স্ট ক্লাস পেতো। ৪৫ থেকে ৫৯ নাম্বরধারী পেতো সেকেন্ড ক্লাস। আর এখন এ প্লাস পেতে হলে তাকে ৮০ পেতে হবে। মূলত এ নিয়েই শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ করছে আশঙ্কা। তাদের অভিযোগ, আগে যেখানে ৬০ ভাগ নাম্বার পাওয়া দুরূহ বিষয় ছিল এখন তারা ৮০ ভাগ নাম্বার কিভাবে পাবে? এ বিষয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র জাহাঙ্গীর আলম বলেন, পদ্ধতিটা ভালো। দেখার বিষয় শিক্ষকরা তাদের নাম্বার দেয়ার মানসিকতা পরিবর্তন করে কি না।

তাছাড়া বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যেখানে ফার্স্ট ক্লাস পায় না, সেখানে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হলে তারা কিভাবে এ প্লাস পাবে- এ প্রশ্ন এসব বিভাগের শিক্ষার্থীদের।

দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম এ পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এটা শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো। নাম্বার দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন যেহেতু শিক্ষকরা একটি পদ্ধতিতে মার্কস দিয়ে আসছেন সে ক্ষেত্রে প্রথমদিকে একটু সমস্যা হতে পারে। তবে এ বিষয়ে সব শিক্ষককে একটি প্রস্তুতিমূলক ওয়ার্কশপ করালে সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। নতুন পদ্ধতির সঙ্গে উপযুক্ত প্রস্তুতিমূলক ওয়ার্কশপ করলে শিক্ষকরা তাদের নাম্বার দেয়ার মানসিকতা পরিবর্তন করবেন বলে জানান অনেক শিক্ষক। কলা অনুষদের ডিন ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. সদরুল আমিন বলেন, এখন যেহেতু শিক্ষার্থীরা ৬০ নাম্বার পেলে ফার্স্ট ক্লাস পাচ্ছে, তখন গ্রেডিংয়ের কারণে সে হারেই তাদের নাম্বার দেয়া হবে। এ বিষয়ে শিক্ষকদের ওয়ার্কশপ করানো হবে বলে জানান তিনি।